ঝিনাইদহে ফ্রি ফিজিওথেরাপি ক্যাম্প ও উপকরণ বিতরণ

ঝিনাইদহে অসহায় দুস্থ রোগীদের জন্য ফ্রি ফিজিওথেরাপি ক্যাম্প ও তাদের মাঝে উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। আশার প্রতিষ্ঠাতা সফিকুল হক চৌধুরীর ৪র্থ মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে বুধবার সকালে শহরের আরাপপুরে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় আশার রিজিওনাল ম্যানেজার কাজী ফজলুল হক’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আব্দুল হাই সিদ্দিক। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা রিসোর্স অফিসার এস এম আব্দুল জব্বার।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আশার ফিজিওথেরাপিষ্ট তাছনিম ইসলাম ইলা। এ আয়োজনে জেলার বিভিন্ন এলাকার ২ শতাধিক অসুস্থ ও শারীরিকভাবে অসক্ষম ব্যক্তিদের বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি সেবা দেওয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

আয়োজকরা জানায়, ঝিনাইদহসহ আশপাশের অঞ্চলে শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন এমন মানুষদের সহায়তা করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। সুবিধাভোগীরা এমন সেবার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে আরও এমন আয়োজনের আহ্বান জানান। আলোচনা সভা শেষে আশার প্রতিষ্ঠাতা সফিকুল হক চৌধুরীর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।

হরিণাকুন্ডুতে দু’পক্ষের সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৮

ঝিনাইদহের হরিণাকণ্ডুতে সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে তাফসীর মাহফিলের আয়জনকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষে মোশাররফ হোসেন
(৪৫) নামের একজন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও ৮ জন।

মঙ্গলবার সকালে হরিনাকুণ্ড উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের হাকিমপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। চাঁদপুর ইউনিয়নের মেম্বর আশরাফ উদ্দীন স্বপন জানান, দীর্ঘদিন ধরে ওই গ্রামের দবির মন্ডল ও তার ভাই খবির মন্ডলের সাথে সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে একই গ্রামের মহিন, বকুল ও সাঈদের সমর্থকদের বিরোধ চলে আসছিলো।

সোমবার সন্ধ্যায় গ্রামে তাফসীর মাহফিল আয়োজন নিয়ে মিটিংয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে বাক-বিতন্ডা হয়। এরই জেরে সকালে দবির ও মোশাররফ গ্রামের মাঠে গেলে প্রতিপক্ষের লোকজন তাদের উপর হামলা চালায়। এঘটনার পর উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে দু’পক্ষের অন্তত ৮/১০ জন আহত হয়।

আহতদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মোশাররফ হোসেনকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃত মোশাররফ হোসেন ওই গ্রামের খবির মন্ডলের ছেলে এবং পেশায় একজন দলিল লেখক। ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক ডা: মাহবুবুল আলম বলেন, সকালে হরিণাকুন্ডু থেকে কয়েকজন রোগী এসেছিলো।

এদের মধ্যে আমরা মোশাররফকে মৃত অবস্থায় পেয়েছি। হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

হরিণাকুন্ডু থানার ওসি এম এ রউফ খান জানান, তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে একই পরিবারের মধ্যে বিরোধ ছিল। এ ঘটনায় মোশাররফ হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে আহত করা হলে হাসপাতালে তিনি মারা যান। এ ঘটনায় মহিন নামের একজনকে আমরা আটক করে হেফাজতে নিয়েছি। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে তিন চেয়ারম্যানের জামিন না মঞ্জুর, জেল হাজতে

প্রেরণ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ৩ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের জামিন না মঞ্জুর করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সোমবার (১০ জানুয়ারী) সকালে ঝিনাইদহ আমলী আদালতে হাজির হলে বিচারক তাদের জামিন না মঞ্জুর করে আদালতে প্রেরণের আদেশ দেন।

গত ৪ আগষ্ট ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি অফিস ও জেলা বিএনপির সভাপতি এডভোকেট এমএ মজিদের বাড়িতে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের মামলায় ১নং সাধুহাটী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কাজী নাজির উদ্দিন, ৫নং কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম ও ১০নং হরিশঙ্করপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল মাসুম ১০ ফেব্রুয়ারী আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের এই আদেশ দেয়।

ঝিনাইদহে শিক্ষক-কর্মচারীদের মানববন্ধন

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সকল নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তির দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

সোমবার (১০ ফেব্রুয়ারী) সকালে শহরের পায়রা চত্বরে “সম্মিলিত নন এমপিও শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ”এ কর্মসূচীর আয়োজন করে। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনটির জেলা ও উপজেলা শাখার নেতৃবৃন্দসহ নন এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীরা অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে সংগঠনের জেলা শাখার সভাপতি মামুনুর রশীদ, সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি গণেশ চন্দ্র বিশ্বাস, যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক জুলফিকার আলী, সদর উপজেলা

সভাপতি রিয়াজুল করিমসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা, দেশের সকল নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একসাথে এমপিও ভুক্ত করার দাবী জানান। এ দাবী মানা না হলে আগামীতে অনশনসহ কঠোর কর্মসূচীর হুশিয়ার দেন তারা।

ঝিনাইদহের মহেশপুরে সবুজ বেষ্টনীতে ২৫ কিলোমিটার সড়ক

ঝিনাইদহের মহেশপুরে উপকারভোগীদের ২৫ কিলোমিটার সড়কে লাগানো গাছ এখন পরিণত হয়েছে সবুজ বেষ্টনীতে। গাছগুলো একদিকে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করছে অন্যদিকে অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান করবেন উপকারভোগীদের। এ ধরনের বাগান কোটচাঁদপুরেও সৃজন করা হবে বলে জানিয়েছেন বনকর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম।

মহেশপুরের কোলা গ্রামের উপকারভোগী সিরাজুল ইসলাম বলেন,উপজেলার বাঁশবাড়ীয়া ইউনিয়নের বালিনগর করতোয়া খালের দুইপাড় ও কোলা সুইজ গেট হতে কুল্লাপাড়া ব্রীজ হয়ে নাড়াপোতা পর্যন্ত (সিডলিং) সংযোগ সড়ক বাগান সৃজন করা হয়েছে। গেল ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে পরিচালন ব্যয় খাতের আওতায় এ বাগান করা হয়।

২৫ কিলোমিটার এ বাগানে ২৫ হাজার টি বিভিন্ন প্রজাতির চারা রোপন করা হয়। যার রয়েছে চিকরাশি, সম্পদলাদলি, শিশু, জারুল, অর্জুন, আমলকি, পেয়ারা, লেবু, কাঁঠাল, কৃষ্ণচূড়া, সোনালু, ইপিলইপিল, নিম।

তিনি বলেন, এ বাগানে ১৫৬ জন উপকারভোগী রয়েছে। যার মধ্যে ২৮ জন নারী ও ১২৬ জন পুরুষ সদস্য আছে। তারা মেয়াদপূর্তিতে লাভবান হবেন আর্থিক ভাবে। এ জন্য সবাই খুব যত্ন সহকারী বাগানটি পরিচর্যা ও দেখা শোনা করেন। আর সে কারনেই গেল দুই বছরেই বাগানটি সবুজ বেষ্টনীতে পরিণত হয়েছে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর বনবিভাগের বন কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম

বলেন, ২০২১-২২ সালে বাগানটি করা হয়। সামাজিক বনায়ন নীতিমালার আলোকে যা করা হয়েছে। ওই বাগানের আবর্তকাল ১০ বছর। আবর্তকাল উত্তীণ হলে বাগানের গাছ বিক্রয় পূর্বক বিক্রয়লদ্ধ অর্থের ৫৫% শেয়ার উপকারভোগী সদস্যদের মাঝে সমভাবে প্রদান করা হবে। এছাড়া গাছ রোপনের অনুমতি প্রদানকারী ভূমির মালিক ও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ তাদের শেয়ার পাবেন।

তিনি বলেন, যশোর সামাজিক বন বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা, সহকারী বন সংরক্ষক,ভারগ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ফরেস্টারগণ ও অন্যান্য বন কর্মচারীগন পরিদর্শন করেন বাগানটি। এতে সংরক্ষন ব্যবস্থা জোরাদার রেখেছেন উপকারভোগীরা। বর্তমানে বালিনগর খালের পাড়ের সৃজিত বাগানটি এলাকায় দৃষ্টিনন্দন পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। উন্নত হয়েছে এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ।
এ কারনে স্থানীয় লোকজন ফলসের জমিতে কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেন। বাগানের গাছে বাসা করেছেন বিভিন্ন প্রজাতির পাখ-পাখালি। তাদের কলরবে মুখরিত হয়ে উঠে ওই এলাকা। ইতোমধ্যে বাগানটি দেখতে বালিনগর এলাকায় প্রতিদিন বিকালে ও ছুটির দিনে অনেক লোকজনের সমাগম হয়।

আগামীতে এ ধরনের বাগান আরো সৃজন করা হবে এ উপজেলায়। এ ছাড়া কোটচাঁদপুর উপজেলাতেও এ ধরনের বাগান করা হবে। এতে করে ওই এলাকার মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করেন ওই কর্মকর্তা।

ঝিনাইদহে নারী উদ্যোক্তাদের ই-কমার্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ঝিনাইদহে গ্রামীণ পর্যায়ের নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধি ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে ই-কমার্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকালে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন

করে তথ্য আপা প্রকল্প (২য়)। কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য আপা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) শাহনাজ বেগম নীনা। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) এস এম নাজিমুল ইসলাম।

উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলার তথ্যসেবা কর্মকর্তা তানিয়া সুলতানা, সদরের হিরা খাতুন, শৈলকুপার ইন্দিনা কাদির, মহেশপুরের আয়েশা খাতুন, কালীগঞ্জের পপি রানী রায়, হরিণাকুন্ডুর শামীম আক্তার, সদরের তথ্যসেবা সহকারী মাহমুদা রহমান ও সনজিতা রহমান।

কর্মশালায় ঝিনাইদহের ৬টি উপজেলার অর্ধশত নারী উদ্যোক্তা অংশ নেন। দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে ই-কমার্সের গুরুত্ব, লালসালু ডট কম প্ল্যাটফর্মের কার্যক্রম এবং ডিজিটাল ব্যবসার সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আলোচনা করা হয়। উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি, অনলাইন মার্কেটপ্লেসে ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং ডিজিটাল উদ্যোক্তা হিসেবে সফল হওয়ার কৌশল নিয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

আয়োজকরা আশা করেন, এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা নারী উদ্যোক্তাদের স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করবে এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তাদের ব্যবসায়িক সম্ভাবনা উন্মোচন করবে।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা বিএনপির মতবিনিময় সভা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা বিএনপির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকাল ১০ টায় জেলা বিএনপির কার্যালয়ে সদর উপজেলা বিএনপির মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা। সভাপতিত্ব করেন সদও উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাডঃ কামাল আজাদ পান্নু।

মিটিং পরিচালোনা করেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাবেক চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেন আলম।

আরো উপস্থিত ছিলেন সদর থানা বিএনপি’র সিনিয়র সহ-সভাপতি জাহিদুল ইসলাম জর্দার, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম, আলাউদ্দিন আল মামুন, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক জাহাঙ্গীর হোসেন , প্রচার সম্পাদক এম আক্তার মুকুল, সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউল ইসলাম ফিরোজ, সহ-সভাপতি বিল্লাল হোসেন, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক প্রভাষক আব্দুল খালেক, উপজেলা বিএনপির প্রচার সম্পাদক তৈফিকুর রহমানসহ ঝিনাইদহ সদর ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১৭টি ইউনিয়নের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, সিনিয়র সহসভাপতি, যুগ্ম সম্পাদক বৃন্দ।

প্রধান অতিথি প্রতিটি ইউনিয়নের সাংগঠনিক কার্যক্রম বৃদ্ধি ও আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেন।

পাকিস্তান ও বাংলাদেশের নাগরিকরা একই সমস্যা ভোগ করেন-সৈয়দ আহাম্মেদ

পাকিস্তানের হাই কমিশনার সৈয়দ আহাম্মেদ মারুফ বলেছেন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আপনাদের মত জনগণ দ্বারা পরিচালিত হয় এবং আপনারাই দেশ দুটির চলিকাশক্তি। সবচেয়ে মজার বিষয় আপনারা যে সমস্যায় ভোগেন ঠিক পাকিস্তানের নাগরিকরাও সেই সমস্যা ভোগ করেন।

তিনি আরো বলেন বাংলাদেশের দরিদ্র খামারিদের জন্য উন্নত জাতের শাহী ওয়াল গাভীর পাশাপাশি ভেড়া ও ছাগল দিতে প্রস্তুত রয়েছে। এতে বাংলাদেশের খামারিদের জীবনমান আরও সমৃদ্ধ হবে।

পাকিস্তানের হাই কমিশনার বুধবার ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার হরিহারা প্রাইমারি স্কুল মাঠে প্রান্তিক খামারীদের এক সমাবেশে বক্তৃতা দানকাল এ কথা বলেন। তবে পাকিস্তান মাংস ও দুধ উৎপাদনে

বেশ এগিয়ে গেছে। বাংলাদেশের হতদরিদ্র খামারিদের জন্য স্থান উন্নত জাতের গবাদি পশু দিতে প্রস্তুত রয়েছে।

এক্ষেত্রে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দ্রুত একটি প্রস্তাবনা তিনি আশা করেন। তিনি বলেন, প্রাণী সম্পদ উপদেষ্টার দপ্তর থেকে একটি প্রস্তাবনা ইসলামাবাদে পাঠানো হলে বাংলাদেশী জনগণের জন্য উন্নত জাতের গবাদিপশু দ্রুত পাঠানো সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে যারা নিহত হয়েছে তাদের পরিবারকে সহযোগীতা ও আহতদের পুর্নবাসনের জন্য আলাদা অধিদপ্তর করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রনালয়ের অধিনে এ অধিদপ্তরটিতে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন তাদের সহযোগীতা করা হবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল এ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান, ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল, এলডিডিপির প্রকল্প পরিচালক ড. জসিম উদ্দিন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের সাবেক ডীন ড. আমিনুল হক, জেলা প্রাণিসস্পদ অফিসার ডা: এ,এস,এম আতিকুজ্জামান, তিস্তা নদী রক্ষা কমিটির সভাপতি ফরিদুল ইসলাম ও শৈলকূপা সম্মিলিত খামারি পরিষদের মুখপাত্র হুমায়ন কবির বাবর ও শৈলকুপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা স্নিগ্ধা দাস উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে শৈলকুপা উপজেলার বিশিষ্ট নাগরিক, রাজনীতিবিদ ও বিভিন্ন পর্যায়ের ৭২০ জন খামারি উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে পরিত্যাক্ত গ্রেনেড উদ্ধার

ঝিনাইদহ সদরে পরিত্যাক্ত উদ্ধার হওয়া গ্রেনেডটি ধ্বংস করেছে যৌথবাহিনী। গতকাল সোমবার বিকেলে সদরের কোরাপাড়া সরকারী

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের মেহগনি বাগানের ভিতর থেকে গ্রেনেডটি উদ্ধার করা হয়।

পরে সন্ধ্যায় যশোর সেনানিবাসের বোম ডিসপোজাল ইউনিট এসে সেটি বিস্ফোরণ ঘটায়।

এর আগে সোমবার ভোর থেকে এলাকাটি কর্ডন করে রাখে যৌথবাহিনীর সদস্যরা। অভিযানে নেতৃত্বদানকারী মেজর আকিদুর রহমান রুসাদ বলেন, আমরা নিজস্ব গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারি কোরাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের জনৈক বাদশা ও সিরাজুল ইসলামের একটি মেহগনি বাগানের ভিতর বিস্ফোরকদ্রব্য থাকতে পারে।

এর পর থেকে আমরা ওই এলাকাটি ঘিরে রাখি। পরে যশোর সেনানিবাসের বোম ডিসপোজাল ইউনিটকে খবর দেওয়া হয়। বোম ডিপোজাল ইউনিটের সদস্যরা এসে মেহগনি বাগানের একপাশের একটি স্থান থেকে পরিত্যাক্ত অবস্থায় একটি তাজা ‘আর্জেস গ্রেনেড হ্যান্ড ৩৬’ উদ্ধার করে এবং সেটিকে মাঠের মধ্যে নিয়ে শতর্ক অবস্থায় ধ্বংস করে।

তবে কে বা কারা সেখানে গ্রেনেড টি রেখেছে এ বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না বলে জানিয়েছেন।

বোমা থাকার সন্দেহে ঝিনাইদহে বাড়ি ঘিরল যৌথবাহিনী

ঝিনাইদহে বোমা থাকার সন্দেহে একটি বাড়ি ঘিরে রেখেছে যৌথবাহিনী।

সোমবার (৩ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৭টা থেকে সদর উপজেলার পাগলাকানাই ইউনিয়নের কোরাপাড়া গ্রামের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে এ অভিযান চলমান রয়েছে।

যশোর থেকে বোমা ডিসপজেবল টিম আসার অপেক্ষায় রয়েছে এই বাহিনী। কে বা কারা থুয়েছে সে ব্যাপােও এখনো কিছু জানা যায়নি।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল

মামুন জানিয়েছেন, যৌথ বাহিনী আমাদের বিষয়টি জানিয়েছে। পুলিশ ফোর্স ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে।